গৌর—



—সেবাময়

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীঅনঙ্গের রঙ্গ।

(নাটিকা)

গৌরধামগত

শ্রীনিরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

প্রণীত।

শ্রীশ্রীমধুর-গৌরাঙ্গ-ভবন অধীনস্থ শ্রীশ্রীহরিসভা, আগড়পাড়া
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং কলিকাতা
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, হইতে
শ্রীরজনীকান্ত রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

[মূল্য—৷৷০ আট আনা মাত্র

শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি।

ভূমিকা।

গ্রন্থকার নরেন্দ্রনাথের যন্ত্রস্থ গ্রন্থগুলির মধ্যে "কাঙালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ" নাটক এই সে দিন প্রকাশিত হইয়াছে, এক্ষণে "শ্রীশ্রীঅনঙ্গের রঙ্গ" নাটকখানি প্রকাশিত হইল। ইহা লীলাবিষ্ট ভক্তের স্বাভিষ্ট লীলানুশীলনে আপনার অন্তরের নিগূঢ় রসানুভূতিতে "চিন্তামণিভূমি কল্পবৃক্ষময় বনে, প্রেম নেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ, গোপগোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।" যেখানে ধারণা দুর্ব্বল ও অস্পষ্ট, মন, হৃদয় ও কল্পনা কৃশ ও বিকৃত, সেথায় অসঙ্গত অনুকরণে লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনায় দম্ভ করিবার মত দামো ঘোষের বেটা শিশুপালের অভাব নাই। বাস্তবিক প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই ব'ল, আর ভাবই ব'ল নির্জীব ও নিষ্ফল। কিন্তু এখানে বাস্তব ভাব-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া উজ্জ্বল, সবল, স্পষ্ট ধারণা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতই যে অমৃত সরস ফল দান করিয়াছে, তাহা উচ্চাঙ্গের ভক্ত-হৃদয়ের রস-পিপাসা স্নিগ্ধ করিতে যথার্থই সক্ষম।

"একলে পুরুষ কৃষ্ণ আর সব নারী।" সেই সমগ্র-নারী-হৃদয়ের গভীরতা, সমষ্টি-রমণী চরিত্রের দুর্ভেদ্য বিচিত্র রহস্য নানাভাবে, বিচিত্রবর্ণে বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কোথায়? যেখানে "সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ নিত্য নিত্য নব নবায়মান আনন্দরাশি উপভোগ করেন।"

বৈষ্ণব শাস্ত্রে যেখানে লীলাতত্ত্বরস গোচর হইয়া উঠিয়াছে সেথায় বৃষভানুনৃপনন্দিনী রাধার ভগিনী অনঙ্গের তত্ত্ব ও পরম আনন্দ-কন্দ শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব এক হইয়া রহিয়াছে। এই দুই তত্ত্বের ভেদ-চিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য যথার্থভাবে, সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা কঠিন হইলেও একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। যথা :—

"রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" হইলেও "রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি, অন্যোন্যে বিলসয় রস আস্বাদন করি।" সেই "মহাভাব স্বরূপিনী রাধাঠাকুরাণি, গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ-মোহিনী," স্বয়ং "বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস," দেখিয়া "লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ," হইয়া পড়িলেন। শ্রীমতীর "আকার স্বরূপভেদে ব্রজদেবিগণ, কায়ব্যূহরূপে তাঁর রসের কারণ।"

"সর্ব্ব-গুণ-খনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি" শ্রীরাধিকা যখন তাঁহার একদেহে শ্রীকৃষ্ণকে পরিতৃপ্তি দান করিয়া আপনি পরিতৃপ্ত হইতেছেন না, সেই কালেই "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" অবস্থাতেই তাঁহার প্রতি অঙ্গ এক একটী সখী বা মঞ্জরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী তাঁহার প্রধান অঙ্গ, কৃষ্ণকে পরমানন্দদানে একান্ত সমর্থা। শ্রীরাধার নিতান্ত অভিব্যক্তির রহস্য-আবরণ উন্মোচনে তরল-স্বর্ণ-পরিস্নাত তামরসের ঈশদুন্মেষে রসরাজের প্রাণে শতলুব্ধভ্রমরঝঙ্কার; রূপের সুরে বিধুর করে তাইত বাঁশী বেজে উঠে, নগ্নবুকে বক্ষ দিয়া অন্তর রহস্য টুটে। এই তো হলেন অনঙ্গমঞ্জরী। এইবার বৈষ্ণব শাস্ত্রে অধ্যাত্ম বীজগণিতের সমীকরণ। যথা :—যদি "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" হইলেন, তবে শ্রীজাহ্নবাদেবী তস্যা বল্লভ শ্রীনিত্যানন্দ কিরূপ? আবার শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীজাহ্নবাদেবীই শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী; সুতরাং তত্ত্বে অনঙ্গ ও নিত্যানন্দ এক। যেন একটু বুঝা গেল। এইবার আমরা শ্রীলশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয়ের একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব—

"অন্তরে নিতাই, বাহিরে নিতাই, নিতাই জগতময়।
নাগর নিতাই, নাগরী নিতাই, নিতাই কথা সে কয়॥
সাধন নিতাই, ভজন নিতাই, নিতাই নয়নতারা।
দশদিকময় নিতাই সুন্দর, নিতাই ভুবন ভরা॥

শ্রীরাধার মাধুরী, অনঙ্গমঞ্জরী, নিতাই নিতু সে সেবে।
কোটী শশধর, বদন সুন্দর, সখা সখী বলদেবে॥
শ্রীরাধার ভগিনী, শ্যামসোহাগিনী সব সখীগণ প্রাণ।
যাঁহার লাবণি মণ্ডপ সাজনি, শ্রীমণিমন্দির নাম॥
নিতাই সুন্দরে যোগপীঠধরে, রত্নসিংহাসন শেজে।
বসন নিতাই, ভূষণ নিতাই, বিলসে সখীর মাঝে॥
কি কহিব আর, নিতাই সবার, আঁখি মুখ সর্ব্ব-অঙ্গ।
নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই, নিতাই নূতন রঙ্গ॥
নিতাই বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, চলিব বরজপুরে।
দাস বৃন্দাবন, করে নিবেদন, নিতাই না ছেড়ো মোরে॥" ইতি,

পানিহাটি।
ফুলদোল-পূর্ণিমা,
১৩৩৯ সাল।

নিবেদক
শ্রীশ্রীরাধারমণ চরণদাসানুদাস—
শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কুশীলবগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ, শ্রীশ্রীবলরাম, সুবল, মধুমঙ্গল, শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, বৃষভ, বিশাল, সুভদ্র, অর্জ্জুন, দেবপ্রস্থ, মণ্ডলীভদ্র ইত্যাদি, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শ্রীশ্রীরাধারাণী, শ্রীশ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা, রূপমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, চম্পকলতা, ইন্দুরেখা, দাসীগণ ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীঅনঙ্গের রঙ্গ।

স্থান—শ্রীবৃন্দাবন।

প্রথম দৃশ্য।

কুসুম-কানন।

অনঙ্গমঞ্জরী। (চয়নোদ্যতা ফুলদৃষ্টে)

বনের ফুল বনে ফোট কেন লো বালা বিজন বনে।
হাসিস্ কাঁদিস্ আপন মনে ঝরে পড়িস্ কি অভিমানে॥
স্বপনে গড়া মুখখানি তোর, স্বপনেই সদা থাকিস্ বিভোর।
স্বপনে শিশির-শীতল লোর, বয় স্বপন ভরা নয়ন কোণে॥
কেন লো বিমনা, সদা আন্‌মোনা, থাকিস্ লো তুই
কার ধ্যানে।
দেখলে তোরে যায় লো জানা, প্রাণটী ভরা স্বপনে॥
হেরি তোর ওই রূপরাশি, পবনের মন হয় উদাসী,
কত ছলে সোহাগ জানায় আসি, শিহরি নিরাশ কর ললনে॥
কও ফুলবালা মনের কথা, কেবা সে সুজন তোর প্রাণসখা,
যার লাগি বুকে বহ মধু-ভার, সুবাসেরি শ্বাস ছাড় গোপনে॥
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি লো সই, রমণীরতন মনচোরা যেই,
বিনা সে মাধব মধু কারে দেই, তারি তরে ঝুর রজনীদিনে।

আয় লো সজনি আয় তবে আয়, বৃন্ত হতে টুটি আয় চলে আয়,
অভিসারে প্রীত নাগর-রায়, আদরে মিলাব সেই চরণে॥
এ নবযৌবন এই ফুলকায়, বিকাইবি সুখে সেই দুটী পায়,
রূপসী জনম সফল যেথায়, ঢেলে দিবি প্রাণ রাধারমণে॥

(পুষ্প-চয়ন ও মালা গাঁথন)

(নেপথ্যে বেণুবাদন।)

"রাধে—রাধা প্রেয়সী ভগিনি
সমরূপগুণযুতা মানসমোহিনি
দেহি সুরতং সপদি সুন্দরি
পাদমূলেঽনঙ্গে তাপিত তে হরিঃ"

অনঙ্গ। (চমকিত হইয়া ইতি উতি চাহিয়া)

একি! শুনি মুরলীর ধ্বনি,
বাঁশী গাহে বিসদৃশ বাণী,
কুসুমচয়নে আইনু গহনে,
যূথ হতে বহুদূরে ভ্রমি একাকিনী।
চতুরের বিষম চাতুরী, অন্তিকে শ্রীহরি,
কি উপায় করি,
কেমনে এড়াই আজি দুরন্ত মাধবে।
রাধে! রাধে! স্নেহময়ি ভগিনি আমার!
দেহ বুদ্ধিবল, শিখাও কৌশল,
কেমনে নিবারি,
ধৃষ্ট তোর প্রাণপতি লম্পট ব্যভারে
করে মোর কর্ণবিড়ম্বন।

(ধীরপদে মৃদুস্মিতে শ্যামচাঁদের প্রবেশ ।)

শ্যাম । সম্বর সুন্দরি ;
কেন বৃথা কর রোষ ?
কিবা ব্যথা দেছে শ্যাম অন্তরে তোমার ?
অকারণে কাহে লো কোপিনী ?
পীড়ো'না পেলব ওই চারু বিম্বাধরে
বিষম দশন চাপে ।
পীড়ো'না পীড়ো'না আর অনুগত জনে
প্রাণে ব্যথা দিনু বলি মরমপীড়নে ।
বাড়া'য়োনা জ্বালা সুহৃদয়ে ;—
জর্জ্জরিত মদনের বাণে ।

অনঙ্গ । ধন্য ধন্য শীল তব নৃপেরি নন্দন ।
নিরজনে গভীর গহনে,
একাকিনী হেরি' অসহায়,
অবলার প্রতি কর অপ্রিয়ভাষণ !
নন্দের নন্দন তুমি গোকুলের পতি,
অত্যাচারী জনে দণ্ড দিবে সমুচিত,
রাখিবে পালিবে প্রজা করিবে বিহিত ।
তুমি যদি হও অত্যাচারী
পুরনারী প্রতি কর দুর্ব্বৃত্ত ব্যভার,
যে রক্ষক সে যদি ভক্ষক,
তবে বল' দুর্ব্বলের বল কে মাধব ?

শ্যাম । বাগ্মিতায় সরস্বতী রাধার ভগিনী ।

শিখিলাম ধর্ম্মনীতি রাজনীতি আজি
তোমার প্রসাদে।
শিষ্য হয়ে র'ব ও চরণে,
বড় সাধ চিতে,
কোরো না বঞ্চনা দাসে করি লো মিনতি।
শুন লো বিদুষী,
শুন বররুচি গুরু লো বরবর্ণিনি,
শিখাইলে এতেক সুনীতি,
এবে কহ প্রেমনীতি,
ঘুচাও সংশয়,
যাহে সদ্য সমাকুল অধীন-অন্তর।
কহ সুলোচনে,
নরনারী প্রথমমিলনে,
নয়নে নয়ন দিতে
কেমনে লো প্রাণ-বিনিময়।
অনিচ্ছায়, অজ্ঞাতকারণে,
অজ্ঞাতকুলশীল হেরি' বনিতায়,
হেরি মাত্র তায়,
কেমনে লো লুটাইতে চায়,
কায়মনোপ্রাণ সহ তা'রি দুটী পায়,
সাধি' চিরদাস হ'তে চায় লো ললনে।
ইথে অপরাধ কা'র কহ চারুশীলে।
কেন বল কিশোরীর লাজমাখা হাসি,

সহসা কিশোর গলে দেয় প্রেমফাঁসি ?
কেন বল মৃদু মৃদু বিনয় বচন,
আনত আনন,
উপজয়ে যুব-হৃদে নবজাগরণ ?
বল সুবদনি, বল কোন্ ছলে,
আরক্তিম ও গণ্ডযুগলে,
পরাণে বহায় হেন অপূর্ব্ব স্পন্দন ?
কহ লো সুদতি,
কেন হেরি' তোর ঐ সুরঙ্গ অধর,
অদম্য চুম্বন-তৃষা জাগে নিরন্তর।
কেন কেন কহ বামা,
চারুছবি তোর এবে ক্রোধবিচ্ছুরিত,
হেরি পুনঃ অধিক সুন্দর ?
ক্রোধে কি লো বাড়িল সুষমা,
কহ কহ মনোরমা,
নহে কেন বক্রগ্রীবা, ভ্রূভঙ্গী কুটীল,
স্ফুরিত অধর,
খরশর বিবৃত্ত নয়ন—
অভিনব অপরূপ হেরি' মুখশোভা,
চিত চমৎকৃত,
উপচিত উপসৃষ্ট—লালস দহন।
জান না জান না বালা,
মোহিনীর রূপে মুগ্ধ সহে কত জ্বালা।

সুহৃদয়ে, হও না নিদয়া,
দেহ আজ্ঞা, তুঙ্গতুম্বস্তনি,
বারেক পরশি' করে,
অঙ্গ অনঙ্গের
নিদারুণ তাপ জ্বালা ক্ষনেক জুড়াই।

অনঙ্গ। ধিক্ ধিক্ চাটুপটু রসনা তোমার,
অকথ্যকথনে নাহি কর নিবারণ!
জানিলাম আজি,
রূপমোহ ছল ধরি' পুরুষের জাতি,
হীন লুব্ধকেরি প্রায় করে আচরণ।
বাক্যছটাঘটা জাল করি' বিস্তারণ,
নানামতে নারীরূপ করিয়ে স্তবন,
অনায়াসে প্রতারয়ে সরলার মন।
রূপমুগ্ধ রাধাকান্ত আজি?
ছিঃ ছিঃ লাজে মরি,
কেমনে কহিলে শ্যাম হেন অসম্ভব নর্ম্মবাণী?
হেরি নাই ইন্দ্রের ইন্দ্রানী,
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা ধনী
শুনি দেবলোকে রূপগরবিনী;
কিন্তু শুন রূপের ভিখারি!
হেরিয়াছি মরতের যতেক রূপসী,
রূপে নহে ঊনা বৃষভানুসুতা—
সুন্দরী রাধিকা;

যা'র আগে কহিয়াছ এই মুখে শ্যাম,
সখিগণা সাক্ষী সবে,
নিরূপম রাধারূপে শ্রীহরি পাগল।
ধৃষ্টকুলধুরন্ধর, এবে কহ একি বিপরীত!
এই বুঝি তব রীত,
যারে চাহ মজাইতে,
বৃথা চাটুবাদে কর মানস-রঞ্জন?—
নারীর যৌবনে যদি তোমার লালস,
বর্ষীয়সী নহেত কিশোরী;
নবীন যৌবনে বালা ফুল্ল কমলিনী,
কি হেতু সহসা আজি বিরাগভাজন?

শ্যাম। শুনলো ভামিনী! অধিকরূপসী এই রাধার ভগিনী,
স্ফুটোন্মুখী নব কমলিনী।

অনঙ্গ। বুঝিলাম আজি,
হীন মধুকর ব্রতে ব্রতী রাধানাথ,
নব নব পুষ্পে নিত্য মধু-আহরণ
লম্পটের সাধের সাধন।—
রূপ-আকিঞ্চন? যৌবনে তোমার লোভ?
কহ কহ রসিকশেখর,
এ রূপযৌবনে কিহে প্রেমরসসীমা—
রূপসী যুবতী নারী প্রেমিকার রাণী?
জান নাকি হায়,
রূপ-অনুরাগ হয় স্বপনেরি প্রায়?

ভাঙ্গে নিদ্রা, ছুটে যায় নেশা,
ক্ষণে কাটে ঘোর,
এই ছিল এই নাই মদির-আবেশ।
নারীর যৌবন ধন নহে নিরবধি,
রহে মাত্র দিন দুই চারি।—
এ রূপ যৌবন সনে প্রেমসাধ শেষ ?
কহ কহ হে মাধব,
ক্ষণধ্বংসী যদি হে পিরীতি,
ক্ষণের হরিষে যদি শুধুই বিষাদ,
তবে কেন রমণীর চিতে ইথে সাধ,
সহিবারে চিরদিন মরমদাহন ?

শ্যাম। নহে কিলো নারীর ভূষণ
এই মনোহর রূপ—এ নব যৌবন ?
কহ প্রেমময়ি, কিসে তবে পিরীতেরি সুখ,
কেমনে বা রহে চিরদিন।
গুহ্য প্রেমমর্ম্ম কথা কর উদ্ঘাটন।

অনঙ্গ। এ রূপ যৌবন সখা বটে সুশোভন,
কিন্তু প্রেমহীনা নারী বড় অশোভন।
কুরূপা যদ্যপি হয়, বিগত যৌবন,
প্রেম যদি রয়,
তভু সুধা বর্ষে যাহে আনন্দ অপার।
বিনা প্রেমে এ রূপযৌবন,
করে প্রতারণ, হয় সর্ব্বনাশের কারণ।

ধনি ধনি সে রূপলাবণি,
ধন্য সেই নবীনযৌবন,
ঢেলে দেয় প্রেমময়ী বাঞ্ছিতের পায়,
প্রাণ দিয়া প্রাণনাথে তুষিবারে চায়,
কায়মনোবাক্যে সতী সেবে প্রিয়জনে,—
প্রতিদান নাহি চায়,
সার্থক সে রূপ সখা সফল যৌবন।
প্রাণহীনার সে সম্ভার মাত্র বিড়ম্বন।
নাহি কিহে প্রাণের আদর ?—
তোমা লাগি' যেই নারী দিল বিসর্জ্জন
লাজ ভয় মান,
কুলবতী হ'য়ে, নাহি মানে কুলেরি ধরম,
হাস্যমুখে ত্যজ্য করে আত্মীয়স্বজন,
গুরুজনগঞ্জন অঙ্গে চন্দনলেপন,—
তোমারি কলঙ্কডালি আদরে বহয়,
কৃষ্ণকলঙ্কিনী রাই গোকুলে ঘোষয়—
এত আত্মত্যাগ, এত অনুরাগ—
প্রাণঢালা প্রেমে কিহে এই পরিণাম !
মনে কি পড়ে না শ্যাম,
পাগলিনী কৃষ্ণকাঙালিনী,
প্রেম আতিশয্যে ধনী বিগতচেতনা,
কৃষ্ণকোরে কৃষ্ণহারা, মিলনে বিরহভীতা,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি বালা ফুকারে কাতরে !

ছি ছি শ্যাম, গুণধাম, সেই প্রেম, এই প্রতিদান !
পুরুষ কি পাষাণে গঠিত ?
নতুবা কেমনে রাধার প্রণয়ভাগী
আন্ নারী করে আকিঞ্চন !
না হয় প্রত্যয়, এই দুঃখ সহনে না যায়,
স্মরিতে শিহরি, শতধা বিদরে বুক,
এই দুঃখে নিমিত্ত সে রাধার ভগিনী।
কেন না মরিল রাধার ভগিনী অনঙ্গ,
প্রাণের অধিক যারে স্নেহ করে সতী,
কেমনে শুনিল হায় এ নবকাহিনী
রাধাহৃদিবিদারিণী প্রাণবিঘাতিনী।—

শ্যাম। (সাশ্রুনয়নে গদ্গদভাবে)
ধৈর্য্য ধর বালা।
রাধার পিরীতি কভু নহে বিস্মরণ
চির অনুগত এই রাধাদাসজন।
সে অপূর্ব্ব প্রণয়েরি গাথা,
মরমে মরমে গাঁথা,
যার লাগি' সুখে মাথে বহি নন্দবাধা,
রাজার নন্দন হ'য়ে করি গোচারণ
সেই মুখশশী ক্ষণদর্শনকারণ।
শুন লো সুভগে,
রাধা মোর প্রাণপ্রিয়তমা,
প্রাণের অধিকা তুই রাধার ভগিনী।

কেন জান সুলোচনে ?
রূপে গুণে শ্রীরাধার সমান অনঙ্গ,
অনঙ্গেরে হেরি' হয় রাধা-উদ্দীপন।
শ্রীরাধিকা প্রস্ফুটিত পূর্ণ শতদল,
এ অনঙ্গ স্ফুটোন্মুখী সোণার কমল,—
সেই রূপ, সেই গুণ, সেই ভরা প্রাণ,
রসের আরতি সেই পিরীতি মূরতি,—
মাত্র ভেদ কুসুম—কোরক,
কমল কমলকলি বিশেষ সুন্দর,
রাধিকারমণ তেঁই অনঙ্গমোহন।

অনঙ্গ। (স্বগত) তভু নাহি ছাড়ে নিজপণ, দুর্ম্মদ বারণ !
(প্রকাশ্যে) ছাড় সখা ছাড় পরিহাস,
বিলম্বে সখিসমাজে পাইব হে লাজ।
বনে হেরি ফুলবালা বড়ই দুর্ম্মনাঃ,
বাসছলে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
নামসনে জন্ম তার কর হে সফল,
সুমনাঃ করো হে সুমনাঃ,
ধরো মালা বনমালী,—
যতনে পরায় মালা রাধার ভগিনী—
রাধাপ্রেম পুরস্কার রাধাকান্ত গলে। (মাল্য প্রদান।)

শ্যাম। (মালা ধারণ করিয়া)
আদরে ধরিনু গলে অনঙ্গেরি দান।
কিন্তু সুভাবিনি,

যার সঙ্গ দিয়ে বালা যাও লো চলিয়ে,
লজ্জাবতী মুগ্ধা সেই নীরব ভাবিনী।
মিষ্টভাষে কতক্ষণে পুনঃ জুড়াইবে
লো প্রাণতোষিণি ধনি মানসমোহিনি ?

অনঙ্গ। তূর্ণ পূর্ণ হবে অভিলাষ।
রাইরাজা-দরবারে চলে ব্রজবালা
তস্করের অত্যাচার করিতে জ্ঞাপন।
সাধ হয় শুনিতে বিচার,
অনতিবিলম্বে সেথা দিয়ো দরশন,
মনোরথ হইবে পূরণ।

শ্যাম। বেশ কথা। মালা গলে দিয়েছ ত সতী,
এস করি সে মালাবদল,
তবে ন্যায্য অধিকারে কে বা মানা করে,
বিচারে ডরাই কারে !
জান না জান না প্রিয়ে রাজার বিচার,
বিচার না হ'তে রায় মোর সুবিদিত ;
জান না রাধার প্রাণ,—
সত্য কৃষ্ণ-সুখ লাগি' রাধা পাগলিনী,
পাগলিনী করিল পাগল,—
দেখিবে দেখিবে প্রিয়ে রাধার বিচার,
সত্য মনোরথ মোর হইবে পূরণ।
(অনঙ্গের গলে মাল্য প্রদানের চেষ্টা—অনঙ্গের ছুটিয়া পলায়ন, ও অদূরে নিজ দাসীগণকে দেখিয়া তাহাদের

সহিত মিলিত হওন।)

দাসীগণ। আরে আরে কানাইয়া রসিয়া নাগর।
জবরদস্তি রাজঝিয়ারী লেওগে তু চোর ॥
ডাকু ধরম ডাকু করম ডাকু তেরা নাম।
ননীচোরি বসনচোরি মনোচোরি কাম ॥
প্যারী বহিনী হামারি রাণী নেহি তেরা পছান্।
রূপযৌবনরতন চোরি—আকিল্ হ্যায় কৈসান্ ॥
আব্ চলো উঁহা রাইরাজা খোলে যাঁহা দরবার।
গোস্তাকি মাফিক্ হোগা সাজা লেতে চলো ইয়ার ॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

শ্যাম। (স্বগত) যাও সখি! যাও প্রাণপ্রিয়ে!
নির্ব্বিকার চিত্তে তোর হেরেছি বিকার,
আশা মোর অচিরে পূরিবে।

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গোবর্দ্ধন সন্নিহিত মাঠ।

(শিলাখণ্ডোপরি বলরাম সমাসীন।)

বৃষভ। এই ছুঁলাম বুড়ি আমি চোর ত দেব না

বিশাল। আমিও ছুঁয়েছি আর চোর ত হ'ব না।

শ্রীদাম। বলাই দাদা বুড়ি, ছুঁয়ে দিলেই তরি।

সুদাম। আমিও নাকি থাক্‌ব প'ড়ে, এলুম ত্বরাতরি।

সুভদ্র। আয় ঝট্‌পট্‌ ব'লে চট্‌পট্‌ চোর কর্‌লি কা'কে।

মধুমঙ্গল। কানাইয়া পিছে পড়ে ছুঁয়ে দি আগে ভাগে।

বলরাম। কা—কা—কানাইয়া আয়রে ছুটে আয়।

বলভদ্র। ঝপ্‌ করে আয়রে খেলার বেলা ব'য়ে যায়।

সুবল। আস্‌ছে কানাই পড়েছে ধরা চোর দেবে সে।

বসুদাম। ননীচোরা সবাই জানে চোর আবার কে।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন। কানাই চোর কানাই চোর ধরে ফেলেছি।

দেবপ্রস্থ। বলাই দাদা বড্ড মজা নাচ্‌তে লেগেছি।

বসুদাম। বড় যে দেরি কেমন হরি চোর দাও এখন।

কানাই। তাই দেব ভাই তোদের ত হবে মনের মতন ?

মণ্ডলীভদ্র। থাক্‌ কানাইয়া তোর হয়ে আমি দেব চোর।

সুদাম। তা হবে না, যেমন্‌ কে তেমন্‌ ওই দেবে চোর।

বলরাম। আমি ভাই অনেকক্ষণ বসে আছি। আয় ভাই অন্য খেলা খেলি।

সুদাম। বলাই দাদা বল্‌ছে, যা কানাই বড্ড বেঁচে গেলি।

বলভদ্র। বলাই দাদা এবার তবে কি খেলা হবে ?

বলরাম। কানাই বল্‌না ভাই তোর কোন্‌ খেলা ভাল লাগে ?

কানাই। তুমি দাদা শিঙেয় ফুঁ দাও, আমি বাঁশী বাজাই,

আর তোরা ভাই নেচে নেচে গান কর্। কেমন বেশ মজা হবে না ?

বসুদাম। হাঁ তোর কেমন ঐ মেয়েলি ভাব ! খালি খালি বসে বসে খেলা করা। ছুটোছুটি লাফালাফি দাপাদাপি না হলে কি ফূর্ত্তি হয় ?

কানাই। বেশ ত বল্লি ? বাঁশী বাজিয়ে গান করলেই বুঝি মেয়েমানুষ হয় ?

শ্রীদাম। যা বলিস্ ভাই কিন্তু ও নাচ্না গাওনা বাজনায় কেমন মেয়ে মেয়ে গন্ধ কয়।

কানাই। আচ্ছা বলাই দাদা ত নাচ্তে নাচ্তে শিঙেয় ফুঁ দেয়, বলাই দাদা কি মেয়েমানুষ ?

সুদাম। দূর তা কেন ? বলাই দাদার শিঙে শুন্লেই মনটা কেমন লাফাই লাফাই করে, আর তোর ও মিন্মিনে বাঁশী শুন্লেই ঘুমে চোক মুদে আসে।

সুবল। যা বলিছিস্ ভাই কানায়ের বাঁশী ঘুম পাড়ানি মন্তর্ জানে।

বলরাম। আচ্ছা তবে খেলা সারা হ'য়ে গেলে তুই তখন বাঁশী বাজিয়ে ঘুম পাড়াস্। এখন কি খেলা হবে তাই ঠিক কর্।

সুভদ্র। আমি বলি দাদা এস একটু হাডুডুডু খেলি।

বলরাম। অনেকক্ষণ বসে আছি আমারও তাহলে একটু হাত পাগুলো ছাড়ে। কি বলিস্ কানাই ?

কানাই। বেশ তবে তাই হোক্।

বলরাম। এবার তবে ভাই কোট্ চড়াই ঠিক্ করে' কা'র দলে কে হবে তাই বল্।

বলভদ্র। নূনকোট—নূনকোট—এই দুই কোট্।
এই ফেল্লুম পাঁচনবাড়ি এই হ'ল চড়াই।
আমার দলে আয় কানাই।

সুদাম। আচ্ছা আচ্ছা তাই নাও। এস ত বলাইদাদা তোমায় আমায় এক দলে।

শ্রীদাম ও বসুদাম } আমরাও ভাই তোদের দলে।

সুভদ্র। বটে ? জোট্ পাট্ করে কানাইকে হারাবার চেষ্টা ? কানাই আমি ভাই তোর দলে।

মণ্ডলীভদ্র। আমিও তাই।

বিশাল ও বৃষভ। আমরাও কানাই দাদার দলে হবো।

বলরাম। আয় অর্জ্জুনো আয় মধো আমাদের দলে আয়।
সুবল যা তুই ভেইয়ার দলে।

বসুদাম। আর দেবা তুইত ফাউ। তুই আমাদের দলে আয়, সমান সমান হবে এখন।

শ্রীদাম। এইবার তবে খেলা সুরু হোক্। আয় কানাই তোকে অনেকক্ষণ কাঁধে করিনি একবার কাঁধে করে' কাঁধটা বাগিয়ে নিই (কাঁধে করণ)

কানাই। আমিও ভাই একবার কাঁধে করি, কাঁধটা সুড়্ সুড়্ করছে।

শ্রীদাম। নে ভাই শিগ্‌গির শিগ্‌গির নে এখুনি খেল্‌তে হবে।

(কানায়ের শ্রীদামকে কাঁধে করিয়া নৃত্য।)

বলরাম। নে ভাই খেল্। যা সুদাম কানায়ের কোটে।

সুদাম। কানাইয়া কানাইয়া সামাল্ সামাল্।
মোড়টী করে ফির্‌বো ঘরে কোর্‌বো নাজে হাল্॥

(বৃষভ মোড়।)

সুভদ্র। বাচ্ছা ছেলে মেরে ভারি দেখালি ত জোর।
আয় দিকিনি শক্ত ঘানি কর্ আমাকে মোড়্॥

বলরাম। চুরে কানাইয়া আরে মেরে ভেইয়া।
পাকড়্‌লে দেখে তু কেইসেন্ কানাইয়া॥

(সুভদ্র ও বিশাল ধরিয়া মোড় হওন।)

কানাই। মাল্‌সাট্টু মার্‌তে হো তু বলাই দাদা আগে।
বহুত্ হুসিয়ার্ নেইত তু এক মোড়্ কর্‌কে ভাগে॥

(সুদাম ও বসুদাম ধরিয়া পতন।)

শ্রীদাম। আরে কানাই হিম্মত্‌কো না করো বড়াই।
ধর্‌তো দেখে তেরে সাথ্ মেরে লাগে লড়াই॥

(কানাই ও মণ্ডলীভদ্র মোড়।)

(বলরামের দলে হোঃ হোঃ হাত্‌তালী ও নৃত্য।)

বলভদ্র। আরে প্রীত্‌সে তেরে পাশ হার মানে কানাই।
আও আবিতক্ বাঁচে উস্‌কো বলভদ্র ভাই॥

(দেবপ্রস্থ মোড়।)

অর্জ্জুন। বন্‌কা ফল বন্‌কা ফুল ঔর ওমদা গাই।
বহুৎ আচ্ছা খেল্‌না খেল্ আচ্ছা কানাই বলাই ॥
(বলভদ্র কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মোড়।)

সুবল। যমুনা তীর্‌মে কদ্‌মাপেঁড়তলে রয় খাড়া কানাই।
মধুর মধুর ফুকারে মুর্‌লী দেল্‌ত খোসী হোই ॥

বলরাম। আও একসাথ্ ধরোঁ যব্ তব্ খেল্‌ত সাঙ্গ হোই।
ম্যায় বলাই কাহে ঝুট্ মুট্ দের্ লাগাতো ভাই ॥
(সুবল ও বলভদ্রের ধরিয়া পতন।)

বলরামের দলের সকলে। বহুত্ আচ্ছা বলাই দাদা বহুত তারিফ্ তোয়।
কানাইয়া তেরি হার জিত্ হামারা হোয় ॥
সাবাস্ বলরাম ভেইয়া সাবাস্ বলরাম।

(সকলের হাতে তালি দিয়া নৃত্য।)

বলরাম। আয় ভাই কানাই, খিদে পেয়েছে? কিছু খাবি?

বসুদাম। নে ভাই খা। এই ফলটী ভারি মিষ্টি। খেতে গিয়ে এমন মিষ্টি লাগল যে আর খেতে পাল্লুম না। তোর জন্যে এই ধড়ার খুঁটে বেঁধে রেখিছি।

সুবল। আমারও খুঁটে বাঁধা রয়েছে ভাই, এই নে খা ভাই।
(মুখে দেওন।)

বসুদাম। না আমার ফল আগে খেতে হবে তারপর তোর ফল খাবে। না ভাই কানাই? (মুখে দেওন।)

কানাই। দে ভাই দে বড্ড খিদে পেয়েছে। বলাই দাদা তুমিও খাও ভাই। (মুখে দেওন।)

বলাই। তাইত রে! অনেক ফল রয়েছে রে, আয় ভাই সবাই খা। (সকলের মুখে দেওন।)

বিশাল। তোমরা ভাই খাও, আমি যমুনা থেকে ছুট্টে জল নিয়ে আসি, কানাই দাদার তেষ্টা লেগেছে।

বলাই। আচ্ছা যা তবে শিগ্‌গির আস্‌বি এক দৌড়ে। এই তোর ভাগ রইলো। (বিশালের প্রস্থান।)

জল টল্ খেয়ে চ ওই বড় গাছটার তলায় শুয়ে জিরুই গে।

(বিশালের প্রবেশ ও সকলের জলপান।)

বলাই। (গাছ তলায় যাইয়া) আঃ! বেশ ঝির্ ঝির্ করে বাতাস দিচ্ছে। নে কানাই এইবার তোর বাঁশী বাজা, সবাই মজা করে ঘুমুক্।

কানাই। তুমিও শোওনা দাদা। আমার দিনে ঘুম হয় না আমি বসে বসে বাঁশী বাজাই।

বলাই। (অর্জ্জুনের কোলে মাথা রাখিয়া) আচ্ছা তুই বল্‌ছিস্ ত শুই। তুই ত ঘুমোবিনি, দেখিস্ রোদে যেন কোথাও যাস্‌নি। আর যদিই যাস্, ছাওয়ায় ছাওয়ায় কাছে কাছে থাক্‌বি, দেরি করিস্ নি।

কানাই। তাই হবে দাদা তুমি ঘুমোও। (ধড়া দোলাইয়া বাতাস দেওন।)

বলাই। তোকে বাতাস দিতে হবে না ভাই বেশ বাতাস আছে, যদি নেহাৎ ছাড়বিনি ত সুবল বাতাস দিচ্চে তুই ভাই বাঁশী বাজা। (সুবলের বাতাস দেওন, কানায়ের বংশীবাদন ও সুবল মধুমঙ্গল ব্যতীত সকলের নিদ্রাকর্ষণ।)

স্তবল। আর কেন? এই বেলা পায়ে পায়ে এগোও, সকলে বেশ ঘুমিয়েছে।

কানাই। ঠিক বলিছিস্, আর ত সবুর সয় না। তোরাও চ একটু এদিক ওদিক কর্‌বি, আসবার বেলা একসঙ্গে এসে হাজির হবো।

মধুমঙ্গল। চল চল শুভস্য শীঘ্রং। তবে নাকি কানায়ের বুদ্ধি নেই—বোকা হলে কি হয় বুদ্ধি রয়েছে কি না।

কানাই। দায়ে ঠেক্‌লে ভাই বোকারও বুদ্ধি খুলে যায়।

স্তবল। আর দেরী নয় চল।

উভয়ে। চল। (তিন জনের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

রাধাকুণ্ড।

(সহচরী পরিবৃতা শ্রীরাধা।)

সখিগণ।—

রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে।
জয় রাধে রাধে রাধে রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধনে
শ্যাম সনে রাধা প্যারী যুগল মিলনে;
বৈঠত, দোলত, বিহরত বনে
সফল যৌবন ভেল কুসুম শয়নে।

সহচরী মেলি, দেই করতালি,
নাচত গাহত নানা রসকেলি,—
চন্দ্র বয়ান হেরি রজনীদিনে।
সুখময় বৃন্দাবন সুখের সদনে॥

শ্রীরাধা। কই সখি গোবিন্দ কই ?

ললিতা। আয়ে প্রাণবঁধু সখি অধীর না হোই।

শ্রীরাধা। জান নাকি সখি ? না হেরি সে চন্দ্রমুখ রাধা প্রাণে বাঁচে কই ?

ললিতা। ক্ষণেক ধৈরয ধর্, এখুনি আস্‌বে রাই।

শ্রীরাধা। আর কতক্ষণ ? ক্ষণে ক্ষণে গেল কতক্ষণ,
ক্ষণ নহে যুগ—পরিমাণ,
এখনও এলনা শ্যাম কি করি উপায়।
আকুল হইল মন, অথির পরাণী,
চঞ্চল পোড়া চিত না মানে বারণ।

ললিতা। হোয়ো না উতলা, ধৈর্য্য ধর বালা, কেন লো কাতরা প্রাণসজনি।
প্রাণে প্রাণে যে জন বাঁধা—সে কেমনে দূরে রয় লো ধনি॥
তীরে নীরে সখি ফুটেছে কমল,
দশদিশি তার ছুটে পরিমল,
মধু লোভে ধায় মাতল ভ্রমর, এল এল তোর নীলমণি।
সারি সনে শুক মিলে হরিষে,
কুরঙ্গ রঙ্গিণী অঙ্গ পরশে,

ময়ূরী ময়ুর নাচে লো সুখে নবঘন বামে হেরিবে
দামিনী ॥

এখনি আসিবে তোর বাঁকা রায়,
সোহাগে বকুল মালা দোলাবি গলায়,
হাসি' হাতে ধরে' বসাবে কোরে, মিলন গাহিব
মোরা কুতূহলী ॥

শ্রীরাধা। ধনি ধনি ময়ুর ময়ূরী,
নাচে নবঘন হেরি' সুখী শিখী সখি।
সে সুখে বঞ্চিত হায় মুঞি অভাগিনী,
ফাটে ছাতি বিনু সেই সুধাবরিষণ,
নীরদেরি আশা পথ চেয়ে চাতকিনী।

ললিতা। মেঘ দরশন আশে মত্ত শিখিজাতি,
নাচে সখি আশা মাত্র ধরি'।
নহে দরশন এবে,
আশে নাচে অবিলম্বে দিবে দরশন
তুহারি আকুলচিত বারিদ মাধব।
নাচি শিখী দেয় লো ভরসা,
আশে আশান্বিতা সখি বাঁধলো হৃদয়।

শ্রীরাধা। মরমবেদন ক'ব লো কা'য়, প্রাণে বাঁচা হোলো দায়।
পলকে প্রলয় হেরি, না হেরে কালায় ॥
বিহনে মাধব, বিষসম সব, পাঁজর ঝাঁঝর বিষের
জ্বালায়।

বিষম সন্তাপ, দহে তনুমন, ধস্ ধস্ ধাধস্ বুক ভেঙ্গে
যায় ॥
কাঁদে প্রতি অঙ্গ, মাগে অঙ্গসঙ্গ, কোথা সে ত্রিভঙ্গ
রসিক রায়।
না দেখে যে মরি, এনে দে লো হরি, মিনতি করি
সখি বাঁচালো আমায় ॥

গুণমঞ্জরী। (জনান্তিকে) সখীরাণি! পদ্ম এনেছি।

ললিতা। (মৃদুস্বরে) দেখ্ছ ত বহিনি, নাগরের বিলম্বে শ্রীমতীর নবম দশা। দে বোন্, হাতাহাতি করে' ত্বরাত্বরি পদ্মগুলি বিছিয়ে একটু নরম নরম ঠাণ্ডী বিছানা করে দে, আহা কমলিনী একেবারে শুকিয়ে টাস্ টাস্ করছে। (তদ্রূপ করণ।) (শ্রীরাধার প্রতি) রাই, রাই একটু শোও না ভাই। রূপি! একটু বাতাস দে ত বোন্, আমি বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিই। আয় প্যারি, আমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শো দেখি, আমরা সবাই মিলে ফাঁদ পেতে এখুনি তোর চাঁদটী ধরে'এনে দেবো। ভাবনা কি ভাই? (কমলশয্যায় কমলিনীর শয়ন।)

(অদূরে অনঙ্গমঞ্জরীর প্রবেশ।)

(স্বগত) ঐ যে অনঙ্গ আসছে। এত ছুটছে কেম? আহা ঘেমে উঠেছে, রাঙা মুখখানি আরও রাঙা হয়ে উঠেছে,—ফুল তুল্তেও গিছ্‌ল ত অনেকক্ষণ, মুখ চোখে যেন কেমন কেমন কি খেলছে, অনঙ্গের হোলো কি?

(প্রকাশ্যে) রাধে, ঐ অনঙ্গ ছুট্তে ছুট্তে আস্ছে, বোধ হয় কিছু সংবাদ আছে, একটু সুস্থ হও।

শ্রীরাধা। অনঙ্গ? কোথায় অনঙ্গ?
কতক্ষণ দেখিনি তার চাঁদমুখখানি।
(উঠিয়া বসিয়া) (দেখিয়া) তাইত।

(অনঙ্গের সমীপে আগমন।)

ললিতা। এত ব্যস্ত কেন লো বহিনি? কেন ধাওয়া ধাও?
পাইলি কি ত্রাস? অথবা পাইলি কিছু নাগর উদ্দেশ?

শ্রীরাধা আয় বোন্ কাছে আয়। জানিস্ বিলম্ব কেন করে
কালশশী?

অনঙ্গ। স্নেহময়ি! ক্ষমাময়ি! প্রেমময়ি ভগিনি আমার!
কাতরে করিলো দিদি মিনতি চরণে
ও নাম ল'য়ো না দিদি মুখে আরবার,
কো'য়ো না তাহার কথা,
পুছিও না বার্ত্তা তার দোহাই তোমার।
জানি দিদি তোমার মরম,
জানি কত ব্যথা বাজে কোমল হৃদয়ে,
মোর মুখ হ'তে শুনি' নিদারুণ বাণী।
কিন্তু হায়, না কহিলে নয়, বুক ফেটে যায়,
ধৃষ্ট— অতিধৃষ্ট তোর লম্পট নাগর,—
তুই সে বহিনী, স্নেহগুণে অনঙ্গ তোর স্বেচ্ছা-ক্রীতদাসী,
তোর আগে লাজ পরিহরি',
সত্য কহি ধনি,

আজি তোর প্রাণপতি অপ্রিয়সম্ভাষে
কর্ণপীড়া দেছে লো বিস্তর।
পুরুষ কঠিন জাতি,
সুখ লাগি' মধুলিহব্রতে ব্রতী,
ফুলে ফুলে শুধু মধু করে অন্বেষণ।
না জানে পিরীতি, মুখে করে স্তুতি,
অবলার সর্ব্বনাশ তাহার সাধন।
নতুবা কেমনে, বল্ বোন্ বল্,
প্রেমময়ী রাধিকার কৃপাপাত্রজন,
ভুলি' সেই প্রেম, নিঠুর নির্ম্মম,
বালিকার পাণি হায় করে আকিঞ্চন !
বহিনি, বহিনি, স্নেহময়ি রাণি,
কাজ নাই কপটের প্রণয়ভিক্ষায়,—
কৃপণ হৃদয়হীন নাহি প্রেমলেশ,
নাহি প্রাণ, নাহি বুঝে প্রাণেরি বেদন—
আয় আয় প্রাণের ভগিনি ;
দে লো আলিঙ্গন,
ভগিনী ভগিনী মোরা জড়াজড়ি করি,'
প্রাণে প্রাণে মিশি,'
প্রেম আলিঙ্গনে সাধি' সাধের মরণ,
জুড়াই যতেক জ্বালা স্নেহের সঙ্গমে।

(ছুটিয়া শ্রীরাধার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভুজদ্বয়ে কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া হৃদয় মধ্যে বদন স্থাপন।)

শ্রীরাধা। অনঙ্গ—অনঙ্গ—প্রাণের ভগিনি!

(দৃঢ় আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন।)

(সাশ্রুনেত্রে) বড় সুখ দিলি বোন্ শুনায়ে বারতা

কান্ত মোর চাহে আজি অনঙ্গ-সঙ্গম।

রুষ্ট কেন বালা? কিবা দোষ তার?

কে না জানে এ গোকুলে,

(চিবুক ধরিয়া) পরমা রূপসী মোর অনঙ্গ ভগিনী,

গুণে নিরূপমা, প্রেমে মনোরমা;—

কেবা সে কিশোর, কোন্ যতীবর,

হেরি নবকিশোরীর যৌবনের লেখা,

লুব্ধ মুগ্ধ পিপাসিত রস-আস্বাদনে,

অনিন্দ্যসুন্দরী পদে নাহি যাচে প্রেম

করিবারে সফল যৌবন?

পরম রসিক সেই রসিকশেখর,

যোগ্য পাত্র হেরি' করে প্রেম আকিঞ্চন,

আমার শপথি যদি কর অবহেলা

নাহি কর মনোরথ পূরণ তাহার। (আলিঙ্গন।)

(চিবুক ধরিয়া) জানি লো বহিনি তোর মনোগত কথা,

জানি লো কাতরা ভাবি' রাধা পাবে ব্যথা,

তেঁই তোয় কহি লো মরম।

জান না ভগিনি

পাগলিনী বহিনী তুহার?

কৃষ্ণসুখ মাত্র হৃদে আশ,

তার সুখ মাত্র গণি, তারি সুখ মাত্র জানি,—
প্রেমামৃতধারা বরিষণে, ভাসি' গেল নিজসুখ
কোথায় কে জানে।
প্রণয় মোহিনীমন্ত্রে সিদ্ধ সেই জন,
যাদুকর কি যাদু করিল, ভুলিনু আপনা,
আমাতে নহি লো আমি কহিনু স্বরূপ।
নিতান্ত তাহারি দাসী তুহার ভগিনী,
তার সুখে সত্য কহি পাই বড় সুখ।
তোরে ধনি জানি বিধিমতে,
খাইনু শুইনু বোন্ খেলিনু দুজনে,
এবে নবরসখেলা'—সাথে তুই সাথী,—সত্য মোর বাণী,
অনঙ্গ বহিনী মোর নহে চন্দ্রাবলী,
তার সনে আন্ নারী না হয় তুলনা,
রূপে গুণে প্রেমে সেহ যোগ্য—যোগ্যতমা।
তেঁই কহি প্রাণের ভগিনি,
করে ধরি' করি লো মিনতি,
নাগরের কর ধনি আনন্দবর্দ্ধন,
তুষ এবে তা'য় সর্ব্বথায়,
তবে ত মোদের চিতে হয় পরিতোষ।
অনঙ্গ। রাধে! রাধে! প্রাণময়ি!
বলিহারি যাই তোর প্রাণের, ভগিনি।
নিতান্তই স্নেহাধিনী এ তোর বহিনী,
তুহারি গরবে মানি অতি গরবিনী,

ধন্য ধন্য অনঙ্গ লো তোরি মহিমায়।
ভাল মন্দ নাহি জানি, হিতাহিত নাহি গণি,
সুখাসুখ তোরি পায় চিরদিন ডারি।
আদেশ পালন তোর সাধে সাধি সদা,
এই ব্রত, এই পূজা, জপ তপ মোর।
ক্ষেমঙ্করি, যে আদেশ করো লো সম্প্রতি,
কিঙ্করীর সাধ্য কি লো করে অবহেলা ?
কিন্তু দেবী, মনে পাই ভয়,
অলপবয়সী অলপগেয়ানী,
সহজে মুগধা নাহি জানি প্রেমকলা,—
পাছে হয় ত্রুটী, তোর অভিলাষ নাহি পূরে পরিপাটী।
প্রেমময়ি, দাও লো অভয়,
(চরণ ধূলি লইয়া) তুহারি চরণরেণু করি' সমাশ্রয়,
নিদেশ পালনে তোর করি প্রাণপণ।

(শ্রীরাধার আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ।)

শ্রীরাধা। কায়মনোবাক্যে এবে কহিলো বহিনি,
কৃষ্ণসুখময়ী হও কৃষ্ণবিমোহিনী।
ললিতে, বিশাখে, আর সব সখিগণ !
মনোপ্রাণ খুলি' সবে করো লো প্রসাদ,
সাধের অনঙ্গ আজি চলে লো সাধিতে
তোর মোর সবাকার সাধের সাধন।

(অনঙ্গের সকলের পদধূলি গ্রহণ।)

ললিতা। (হস্ত ধরিয়া) নাগর সন্তোষ বোন্ মোদের ধরম ;
ধর্ম্মরক্ষা হো'ক্ তোর দেবীর কৃপায়,
কায়মনে করি মোরা এই আশীর্ব্বাদ।
আজিকে সফল হবে এ রূপযৌবন,
রূপসীর শিরোমণি কৃষ্ণের প্রেয়সী
হবে আজি ভাবি' মোরা আনন্দে বিহ্বল।

(আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ।)

বিশাখা। অনঙ্গে অনঙ্গরণে ভুবনবিজয়ী
পরাজয় করি জয়ী হও লো সুভগে। (আলিঙ্গন।)
ইন্দুরেখা। অনঙ্গে, গেলি যে তুই কুসুমচয়নে,
শূন্য সাজি ল'য়ে ধনি আইলি ফিরিয়ে,
ফুল না তুলিতে কি লো ঘটে পরমাদ ?
ললিতা। সত্যিই ত, ফুল কোথা বোন্ ?
অনঙ্গ। (নতমুখে) ফুল তুলি' মালা গাঁথি' রাখিনু ডালায়।
সঙ্কটের কালে, মালা দিয়ে যান প্রাণ বাঁচায়ে পলাই।
ললিতা। (হাসিয়া) তোর গলে মালা নাকি দিল লো ফিরায়ে
লম্পটের শিরোমণি চতুর নাগর ?
অনঙ্গ। করিল প্রয়াস,—তুহারি সদনে তবে
ছুটি' পলাইয়ে কোনোমতে রাখি এ পরাণ।
ললিতা। ধনি ধনি বহিনি আমার।
দে দে প্যারি পদধূলি দে অনঙ্গশিরে

(পদধূলি দিয়া মুখচুম্বন।)

মালাটী বদল হ'লে হোতো পরমাদ,
নিবারি' রাখিলি বালা নারীর সম্মান।

চম্পকলতা। ঐ দেখ হাসি হাসি পশে মাল্যবান্।

(শ্যামচাঁদের প্রবেশ।)

শ্যাম। শ্রীমুখপঙ্কজ হেরিব ব'লে আমি এসেছি কত আশা করে।
কেন লো মানিনি, আজি বিরাগিনি, মু'খানি ঢাকিলি অম্বরে॥
পঙ্কজেরি বনে করেছ শয়ন, পঙ্কজ পঞ্চকে মোর প্রয়োজন,
খোলো পঙ্কজিনি খোলো আবরণ, অনুগত জন ডাকে কাতরে॥
হৃদয়ে ধরিব রাজীব চরণ, সজীব রাজীব রুচির নয়ন
নেহারি' নেহারি' বদন কমল সুধাপানে ধনি পাইব জীবন ;
শুন রসবতি, ষোড়শি সরসি, কর অনুমতি হই' নিমগণ,
রসদ পরশি' রসনিষিঞ্চনে জুড়াই যে জ্বালা সহিলো অন্তরে॥

(মুখাবরণোন্মোচনোদ্যম।)

ললিতা। ক্ষান্ত হও ধৃষ্টরাজ।
নহে তড়াগিনী ধনী, নাগরীকুলের রাণী রাধা ঠাকুরাণী;
প্রেম প্রবাহিনী,—
পড়িলে প্রবাহে, ভাসিয়ে যাইবে ধৃষ্ট দুরন্ত বারণ।

শ্যাম। (ত্রস্তব্যস্তে সরিয়া আসিয়া) আজি কোন্ অপরাধে,
কহ সখীরাণি,
নিঠুর নিদেশে হেন কর লো তাড়ন ?

ললিতা। কেবা কোথা শুনেছে এমন
তস্করের সনে রাণী করে আলাপন ?
অপরাধী অভিযুক্ত তুমি,

রহ হেথা দাঁড়াইয়ে বন্ধনদশায় ;
(পুষ্পমাল্যে সন্নিকটস্থ বৃক্ষের সহিত হস্ত বন্ধন ।)
উপযুক্ত কালে তব হইবে বিচার,—
দণ্ড পাবে সমুচিত দুষ্কৃতি যেমন ।

শ্যাম । শুনিতে কি নাহি পাই কিবা অপরাধ ?

ললিতা । শুনিবে হইবে যবে রাণীর গোচর,
অবসরমত যবে তাঁহার মনন
বিচারি'তে অপরাধী জনে ।

শ্যাম । আধিক্লিষ্ট—তাপদগ্ধ—পথশ্রান্ত এবে
বড় তৃষাতুর এই অনুগত জন ।
ঝটিতি বিচারফল করিলে জ্ঞাপন,
বাধ্য র'ব চিরদিন ওই শ্রীচরণে ।

ললিতা । স্বতন্ত্র রাণীর ইচ্ছা মোরা আজ্ঞাধীন,
তাঁহার করুণা হ'লে হইবে বিচার ।

শ্রীরাধা । (উঠিয়া বসিয়া) কহ লো ললিতে কহ কিবা সমাচার
কেনে বা কাহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন ?

ললিতা । কালিয়াবরণ এই তস্করপ্রধান,
অনঙ্গে পাইয়া আজি বনে একাকিনী,
মাল্য আভরণ তার করিল হরণ,
আর আর কহে যত অকথ্য কথন ।
জাতিধর্ম্মে বাধা দেয় না পারি কহিতে ।

শ্যাম । মিথ্যা এই অভিযোগ রাণি ।

ললিতা । আরে আরে ধৃষ্ট নাগরক

ঠাকুরাণী আগে কহ অনৃতভাষণ।
ছোড় চতুরালি,
সত্য কহ লঘুদণ্ডে যদি কর আশ,
মাধবীর মালা দোলে তোমার গলায়,
কহ মালা পাইলে কোথায় ?

শ্রীরাধা। ললিতে, লহ পরিচয়,
কহ কহিবারে এবে সত্য সমুদায়।
নহে গুরুদণ্ডে কহি হইবে দণ্ডিত,
অনঙ্গ মোর স্নেহের ভগিনী।

শ্যাম। ব্রজের গোপাল মোরে কহে সর্ব্বজন।
বনে ভ্রমি গোধনচারণে,
হেনকালে দিব্যাঙ্গনা আজি
মালা দিল মোর গলে সত্য কহি রাণি।
অশরীরী দিব্যাঙ্গনা শুনি,
নাই অঙ্গ তেঁই নাম হইল অঙ্গনা ;
শুনিলাম বাণী,
বীণাবিনিন্দিত স্বরে চমৎকার মানি'
কহি কথা পাই প্রত্যুত্তর ;
শব্দ লক্ষ্য করি' ইতি উতি ধাই,
নাগাল না পাই,
শেষে মালা পরায় গলায়,—
পরশ করিতে ধাই, কেহ কোথা নাই,
শূন্য বায়ে মিলাইল সাধের স্বপন।

ললিতা। ভাল উপকথা শুনাও তস্কর।
স্বরগে কি দেবতার হইল অভাব ?
দিব্যাঙ্গনার কি হেতু সহসা
হেন ভাগ্যোদয়,
বরমাল্য দেয় আজি গোপালনন্দনে ?
অদর্শন নাকি পুণ্য নন্দনকানন,
পারিজাত হ'লো কি দুর্ল্লভ,
তেঁই দেবী মর্ত্তে নামি' মাধবীর মালা,
যত্নে গাঁথি আরাধয়ে বনের রাখালে ?
এখনও মিথ্যা নাহি ছাড়রে দুর্ম্মতি,
হের নাই কুসুমকাননে
অমরনিন্দিত কান্তি মোহিনী মূরতি ?
বিশাখা। ধিক্ ধিক্ স্পর্দ্ধা তব হইয়ে রাখাল,
গগনের চন্দ্রলোভে উদ্বাহু বামন,
কাম্য কর কি সাহসে রাজার নন্দিনী ?
ললিতা। উপযুক্ত দণ্ড ত্বরা করিয়ে বিহিত,
রাখালিয়া দর্প এবে কর রাণি চূর।
শ্যাম। শুন রাণি সত্য কহি অদ্ভুত কাহিনী।
মিথ্যা নহে, এবে মোর হতেছে স্মরণ,
হেরিনু কাননে কিছু অপূর্ব্ব দর্শন।
রাজার নন্দিনী! কেবা জানে রাজার নন্দিনী ?
ক্ষণে হেরি ক্ষণপ্রভা চমকে বিপিনে,
ঝলসিত আঁখি চারু দামিনীদলকে,—

ক্ষুব্ধ মুগ্ধ চেয়ে রই,—ওই ওই, কই কই,
এই ছিল কোথা গেল, বিদ্যুল্লতা কই ?–
আঁধারে আবরে দিশি হৃদয় আঁধার।
পুনঃ হেরি নবীনা তরুণী,
কিবা তরু জানিবারে চাই,
সন্নিকটে ধাই,
হেরি অঙ্গে দাড়িম্বযুগল,
দাড়িমী নিশ্চয় করি' হনু হরষিত।
গোপালনন্দন প্রীত বনফলফুলে,
বনেচর রাখালের তাহে অধিকার,
আশে পূর্ণ হৃদি তৎক্ষণে,
তরুস্তম্বে করি' আরোহণ,
দাড়িমপ্রিয় দাড়িমপ্রিয় প্রায়,
ভুঞ্জিব পরম সুখে দাড়িম রসালে।
কিন্তু হায় বিধি বিড়ম্বন,
ভাগ্যদোষে অচলও কি হইল সচল,
নগ হ'লো গতিশীল,
দেখিতে দেখিতে তরু হ'লো অদর্শন !
ভাবি কিবা মায়া প্রহেলিকা,
ইন্দ্রজাল কিবা ইহা বুদ্ধির বিভ্রম।
এবে শুনি রাজার নন্দিনী,—
সত্য যদি রাজার নন্দিনী,
সকল ধনের ধনী,

তবে দান হয় ত উচিত,
ধনের রক্ষণ হয় অকাতর দানে ;
দাতা নাহি পাত্রাপাত্র করয়ে বিচার,
দানমাত্র ধর্ম্ম তার ;
তবে কেন হেরি বিপরীত ? কেন লো কৃপণা ?
কি হেতু নিদয়া বালা দীনহীনজনে ?
অযোগ্য অধম যদি গোপালনন্দন,
দাতা কেন দানকুণ্ঠ ধনি ?
নিজগুণে দরিদ্র নিরখি' করো ধনি ধন বিতরণ।

শ্রীরাধা। বুঝিনু ললিতে ; বুঝিলে শঠের এবে শঠতার সীমা ?
অপরাধ গুরুতর মানি,
আমা হ'তে সুবিচার না হবে ইহার।
অনঙ্গের কাছে অপরাধী,
করো সখি এরে তারি করে সমর্পণ,
যথেচ্ছ করুক্ ইহার দণ্ডের বিধান,
অপমানের হো'ক্ প্রতিশোধ।

ললিতা। এস দুষ্ট আজি তব নাহি পরিত্রাণ।
(অনঙ্গের প্রতি)
অনঙ্গে, সমুচিত করো এবে দণ্ডের বিধান,
যাহে মনে রহে চিরদিন
নিদারুণ ফলভোগ নাগরী পীড়নে।
(শ্যামচাঁদের বন্ধনমুক্ত করিয়া অনঙ্গের হস্তে হস্তার্পণ
ও অনঙ্গ ও শ্যামচাঁদের হাত ধরাধরি করিয়া বহির্গমন।)

শ্রীরাধা। চলো সখি, কুঞ্জদ্বারে বার্ত্তা লই বসি প্রতীক্ষায়।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

অনঙ্গ-কুঞ্জ।

শ্যাম। (হৃদয়ে ধরিয়া) এই ত পাইনু মোর দরিদ্রের ধন।
অনঙ্গ পরাণ মোর পরাণরতন ॥

অনঙ্গ। (কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখে চাহিয়া)
ঐছন কহিতে শ্যাম তোহে না যুয়ায়।
চিরপ্রেমাধিনী দাসী ওই দুটী পায় ॥

শ্যাম। (চিবুক ধরিয়া) পূরবে হেরিনু বালা অ'থিরা বিজুরী,—
ক্ষণেকে সে ক্ষণপ্রভা চপলা চমকে
চমকিয়ে প্রাণ ডারে নিবিড় আঁধারে।
এবে ভেল কোরে মোর 'থিরা সৌদামিনী,—
নীরদবরণ মোরে কহে সবে ধনি,
শুন শুভে শুন লো শ্রীলতে,
বিদ্যুৎবরণী তুহি বরেণ্যবর্ণিনী,
জলদাঙ্গে দেলো অঙ্গ ঢালি',
যাহে সগু রসবরিষণে,
জুড়াইয়ে যা'ক্ যত হৃদয়ের জ্বালা,

দূর হো'ক্ মানস সন্তাপ
প্রেমামৃত শান্তিধারাপাতে।

অনঙ্গ। কোথা সৌদামিনী নাথ এ যে চাতকিনী,
জল জল করি' মরে পিয়াসে ফুকারি',
জলধর সুধা বিনু তৃষায় আকুল।

শ্যাম। সকাতরে যাচে জলধর
তৃষাশান্তি সমুচিত করলো বিধান।

অনঙ্গ। (বক্ষোপরি মস্তক রাখিয়া)
পদনখে যদি স্থান দিলে অবলায়,
নিজগুণে সুখী হও অযোগ্য সেবায়।

শ্যাম। তুহারি বচন নহে অমিয়া-সিঞ্চন;
যত কহো সুধামুখি সুধাকরসুধা
ঝরে তত করে মোরে তুহাতে পাগল।

(পুনরালিঙ্গন ও চুম্বনচেষ্টা।)

অনঙ্গ। (মুখ সরাইয়া লইয়া হস্ত ধরিয়া মুখে চাহিয়া)
ওহি কৃষ্ণ মুখচন্দ্র সত্য সুধাকর;
ও চাঁদবদনে মেনে বৈঠে কত চাঁদ,
নহে কেন শ্যামশোভা এত মনোলোভা
সুবিমল বিভা হেরি' জুড়ায় পরাণ,
অতৃপ্ত দর্শনতৃষা করে অগেয়ান,—
মুখচন্দ্র সুধা আশে যতেক রমণী,
হেরি' হেরি' পুনঃ হেরি হেরে চকোরিণী।

শ্যাম। (হস্তে হস্ত রাখিয়া)

মিনতি করি লো তোয় না কহ এমতি।
অভাগা সে কালো শশী তোর,
যাহার উদয়ে হায় ম্লান কমলিনী।
হেরি সুখে স্মিতমুখে বিকচ নলিনী,—
অনুমতি করো বালা পদনখভৃঙ্গে,
ও কমলমধু পি'য়ে হো'ক্ মাতোয়াল।

অনঙ্গ। (হাসিয়া) মাতোয়ালে দণ্ড পায় বদ্ধ কারাগারে।

শ্যাম। ভৃঙ্গের একান্ত সাধ সাধের মরণে,
পিবি' পিবি' পদ্মমধু কমল-কারায়।

(বাধা না মানিয়া অধরোষ্ঠে ও গণ্ডদেশে পুনঃ পুনঃ চুম্বন।)

অনঙ্গ। (মুখ ঘুরাইয়া মৃদু ঠেলিয়া)
কি কর কি কর শ্যাম ছাড় সখা যাই
নারীর পুরুষসনে একা রইতে নাই।

শ্যাম। (হস্ত ধরিয়া) ভয় কি প্রেয়সী ? নহো একাকিনী,
নানা অস্ত্র সহায় তোমার,
অবলা ঘোষয়ে লোকে তুহারে সুন্দরি ;
মিথ্যা সেই অপবাদ,—বহুবল ধরে বালা রূপবতী নারী।
জানে মধুদীপ ভালো জানে লো মাধব ;—
এত যদি ভয় তবে কর লো প্রয়োগ
অস্ত্রশস্ত্র পুষ্পধনু যত দিল তো'রে,
খরশর দিঠি হানি' করো লো জর্জ্জর,
নহে ভুজবন্ধনে কিবা রদখণ্ডনে—
পুরুষ অরিরে এবে করো নির্য্যাতন,

পরাজয় মানি' কেন পলাইবে ধনি ?

অনঙ্গ। (দশনে ওষ্ঠ চাপিয়া নতমুখে)
অলপবয়সী মুঞি অলপগেয়ানী
নাহি জানি কলাকেলি রণের কৌশল।
তেঁই কহি ছাড় সখা আজি,
শিখি গিয়া পুনঃ যবে হবে বঁধু দেখা
সমরপিপাসা বীর মিটায়ো তখন।

শ্যাম। (মুখ তুলিয়া ধরিয়া)
কেন ছলো' বরাননে ?
জন্মাবধি সুনিপুণা নারী,
রসরণ কৌশল নারীর
শিক্ষার অপেক্ষা না করে।
সদয় হইয়ে বামা ধরো নিজ রূপ,
করো লীলাবতি এবে স্বরূপ প্রকাশ,
কৃতার্থ করো লো ধনি তাপিত কিঙ্করে।

অনঙ্গ। (হঠাৎ উঠিয়া হাত ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া করজোড়ে)
আসি সখা, ধরি পায় ;
কিঙ্করীরে করো ক্ষমা মিনতি শ্রীপদে।

(প্রস্থানোদ্যম।)

শ্যাম। (ছুটিয়া বসনাঞ্চল ধরিয়া)
প্রাণেশ্বরি ! কেমনে তা' পারি ?
কেমনে ধরি লো প্রাণ ছাড়ি' প্রাণধন ?
জীবন-তোষিনি ! এস এস লো হৃদয়ে—

হৃদে' ধরি' হৃদিধন জুড়াই জীবন।

(দৃঢ় পরিরম্ভন ও পরে উভয়ের কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ।)

(কুঞ্জদ্বারে দাসীগণ।)

দুঁহু জন নিতি নিতি নব অনুরাগ।
দুঁহু রূপ নিতি নিতি দুঁহু হিয়ে জাগ॥
দুঁহু মুখ চুম্বই দুঁহু করু কোর।
দুঁহু পরিরম্ভণে দুঁহু ভেল ভোর॥
দুঁহু দোঁহ যৈছন দারিদ-হেম।
নিতি নব আরতি নিতি নব প্রেম॥
ঘন ঘন কঙ্কন কিঙ্কিনী বোল।
মুখর মঞ্জীর গাজে কল কল রোল॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই পূরে মনো আশ॥

পঞ্চমদৃশ্য।

কুঞ্জমধ্য।

অনঙ্গ। (উঠিয়া বাস সামলাইয়া অঙ্গ ঢাকিয়া নাগরের হস্ত ধরিয়া)

পাগলী করিয়ে হরি হরিলে সকলি,
সফল জনম আজি হনু সেবাদাসী।

এক নিবেদন শুন বহুনারীপতি,
মনে রেখো অধিনীরে করি হে মিনতি।
তোমার অনেক আছে আমার কেবল তুমি
ভুলো না ভুলো না বঁধু—আসি তবে স্বামি।

(কর দুইহাতে ধরিয়া বক্ষে স্থাপন।)

শ্যাম। কেমনে কহো লো বালা নিদারুণ বাণী
হৃদিকুঞ্জবনে তুহি একেশ্বরী রাণী।
রাধানুজা প্রেমডোরে নিবদ্ধ এ অনুগত জন
সেই ধ্যানে সেই জ্ঞানে সদা নিমগণ।
বিঁসরণ শঙ্কা যদি সত্য জাগে মনে,
বেঁধে রাখো ছাড়ি' কেন যাবে সুলোচনে ?

অনঙ্গ। (মৃদু হাসিয়া) এসো তবে বান্ধি দুটী করে এই বসন-অঞ্চলে। (বাঁধিতে গিয়া না পারিয়া দুই হস্তে সাবেগে দুই কর চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া অশ্রুপূরিত নয়নে হৃদয়ে স্থাপন।)

(দাসীগণের প্রবেশ ও উভয়ের মুখে চোখে জল সেবা করিয়া পানীয় ও তাম্বুল প্রদান।)

অনঙ্গ। অনুমতি করো নাথ আসি তবে আজি
বিলম্বে বড়ই লাজ পাবো সখিমাঝে,
বড় আশা প্রাণপত্তি দিলে মোর প্রাণে
আশে র'বো পুনঃ কবে ল'বে শ্রীচরণে।

শ্যাম। বিদায় কেমনে তোরে দিব লো প্রেয়সি ?
মন নাহি সরে তোরে যেতে দিতে দূরে।—

একান্তই যদি যাবে, এস তবে বারেক হৃদয়ে,
জুড়াই হৃদয় প্রিয়ে তুহারে লইয়ে।

(দৃঢ় আলিঙ্গন ও শতসহস্র মুখচুম্বন।)

(চিবুক ধরিয়া মু'খানি নাড়িয়া)

এসো তবে, মিলিব এখনি তোরে সখির সমাজে।

(ফিরিয়া ২ দেখিতে ২ দাসীগণসহ অনঙ্গের প্রস্থান।)

(একদৃষ্টে হেরিতে হেরিতে) ওই ওই মিলাইল সাধের স্বপন।—
যাই এবে প্রিয়নর্ম্মসখাগণ পাশে
বার্ত্তা পুছি' হেরি গিয়া রাধানুজা রাধা।

(প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাধাকুণ্ড সন্নিহিত মাঠ।

শ্যাম। ভাই সুবল, বলো সখাদের সংবাদ বলো।

সুবল। তার জন্যে ভাবনা নেই। এখন তোমার সংবাদ বলো।

মধু। কিছু ভেবো না, কানু, কিছু ভেবো না। একে সুবল তায় স্বয়ং মধুমঙ্গল তোমার প্রহরী, এ বড় কড়া পাহারা। ভায়ারা এখনো যথা পূর্ব্বং তথা পরং, কুপোকাৎ হ'য়ে ঘোর সুষুপ্তি সমাধিতে একেবারে অচেতন হ'য়ে আছেন। নাও এখন বলো, লালা ব্রজবিহারীর বনবিহারের কথা বলো শুনে আমোদ করা যাক্।

সুবল। কেমন আছিলে কানু প্রেয়সীর সনে?

শ্যাম। বড় সুখে কাটে সেই বেলা;
কিন্তু হায় বিধাতা বিমুখ,
না জানি কেমনে,
ক্ষণমাত্রে কাটে সেই প্রেমের মিলন,—
এই ছিল এই গেল সুখের স্বপন।

মধু। আচ্ছা কানু এ তোর কোন্ দেশী পিরীত বল দেখি? পিরীত কর্‌বি, মজা ওড়াবি, নিজেও সুখী হবি আর আমাদের বল্‌বি আমরাও শুনে সুখের সাগরে হাবুডুবু খাবো। তা নয়, এ আলো ছাওয়ায় মেশামিশি, না দিন না রাত্তির সাঁজের বেলায় যমুনাভ্রমণের মত, এতটুকু সুখের ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় এতখানি দুঃখের ঝাঁজ পোরা নিদাঘসঞ্চারী সমীরণের মত, নেহাৎ কিম্ভূতকিমাকার ধরণের তোর পিরীতটার কথা শুন্‌বো কি সূত্রপাতেই যেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। আমরা কোথায় তোর পিরীতের মজাদারীটে শুনে' একটু মজ্‌গুল্ হবো বলে' উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ, ঊর্দ্ধপুচ্ছ (ধেনুর লাঙ্গুল পশ্চাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া) হয়ে রয়েছি, আর তুই কিনা এখন নেই নেই করে বেসুরো গাইতে সুরু কল্লি?

শ্যাম। আচ্ছা ভাই, এইবার সুর বদ্‌লালুম। অনেকক্ষণ খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাঙ্গুল মশায়ের পা ব্যথা কর্‌ছে, এসো তোমার ল্যাজ্‌টা একবার মলে দিই। (তদ্রূপকরণ।)

সুবল। তা যেন হ'লো কানু, তারপর বলো ভাই।

শ্যাম। তারপর আর কি? যে রত্নটী লাভ হ'বে বলে

দক্ষিণ বাহুটী তখন লাফালাফি কর্‌ছিলো সেই রত্নটী লাভ হ'লো।

মধু। বাঃ—এ যে সেই ফুল্‌লো আর মোলো পালা গাইলি

কানু। বলি, লাভ ত হ'লো, তার বিস্তারিত বিবরণটী বিবৃত কর্ত্তে আজ্ঞা হোক্।

সুবল। আজ তা'হলে নবীনা প্রেয়সী, কেমন ত ?

শ্যাম। প্রবীণা ভগিনী আজি নবীনা রমণী।

মধু। বেশ্, বেশ্ তাই বলো। তা' হ'লে ত আজ হাজারো মজা। তারপর ? তারপর ?

সুবল। সুখে ত আছিলে কানু নব আলাপনে ?

মধু। বলি, এটী কেমন ? তোর মন ভোলাতে পেরেছিলো ত ?

শ্যাম। শুন সখে, কহি বিবরণ,
সুকর কদাপি নহে রসবিশ্লেষণ।
আকারে বয়সে নারী অল্প করি মানি,
বড়ই দুর্ব্বোধ তার অগাধ চরিত।
রীতি নীতি, স্থিতি গতি, রতি মতি তার,
রঙ্গ ভঙ্গ তরঙ্গ সঙ্কুল,—
বুঝনে না যায়, চিত্ত আকর্ষয়,
দুর্নিবার ঘূর্ণাবর্ত্তে জীবন সংশয়।
কি মোহিনী মন্ত্র জানে প্রেমিকা রমণী,
মন্ত্রপূত রজত কাঞ্চন
যষ্টির নির্ঘাতে ক্ষণে মারিয়া জীয়ায়।

ভুজলতাপাশে বাঁধি'—আঁখি-শর হানে,
জর জর তনু নর মরে মোহঘোরে ;
পুনঃ নারী-মুখসুধাসঞ্জীবনী পানে
মৃতে হয় অমৃতসঞ্চার ;—
সুখের মরণে লভে অমর জীবন।
রাধা অনুরূপী এই রাধানুজা বালা,
রূপে গুণে মনোরমা, প্রেমে প্রাণপ্রিয়তমা,
তেমতি রসিকা বামা,
যাহে হৃদে অধিক উল্লাস।
কে বুঝয়ে নারীর পিরীতি।
ক্ষণে সকরুণ ভাষে যাচে প্রেম চিরপ্রেমাধীনী,
ক্ষণে রুষি' তর্জ্জে গর্জ্জে করয়ে ভর্ৎসন,
দূরে যায় পলাইয়ে ছাড়ায়ে বন্ধন ;—
মধুর সে কাকুতির স্তুতি সোহাগপিরীতি,
মধুর—মধুরতর পরিহার রীতি,
সকলি মধুর তার প্রেমিকা মধুরা
মধুর তাহার প্রেম প্রকৃতি মধুর,
মধুর ধরম তার মধুর করম
মধুর মধুর সেহ কেবলি মধুর।

মধু। ওঁ মধুঃ—ওঁ মধুঃ—ওঁ মধুঃ ইতি মধুরেণ বধূগাথা সমাপ্তা।

শ্যাম। গাও মধুরমঙ্গল গান হে মধুমঙ্গল।

সকলে। জয় মধুজ্যৈষ্ঠ মধুবর্ষী মধুমাধবী মধুর রসের জয়! জয় মধুরযুগল নাগর নাগরীর জয়! জয় মধুসারথি মধুদীপ মধুর-

মোহন মদনমোহনের জয়! জয় মধুমাসি মধুমতীসম্বাদে মত্তমধুব্রত গোপবন্ধু গোপেন্দ্রনন্দনের জয়!

(গোপালবৃন্দের প্রবেশ।)

আয়রে মোদের রাখালরাজা গোচারণে যাই।
নিতুই নূতন রাণী দেবো ভাবনা কিসের ভাই ॥
রাঙা রাঙা রাণী, নারীশিরোমণি,
রূপে গুণে মাধুরী—ব্রজে অভাব নাই ॥
তুই আমাদের প্রিয়সখা তুই আমাদের রাজা।
তোর সঙ্গে খেলা খেলে' হয় দুশো' মজা ॥
বনের ফল মিষ্টি পেলে,' খেয়ে সুখ নেই দিই তোর গালে,
বনফুলের বনমালা আদরে তোর গলে পরাই ॥
ক্ষুধায় অন্ন বনে পাই, মোরা কা'রে না ডরাই,
বাঁশী শুনি, লহর গুণি, সুখে নাচি গাই ॥
(কানাইয়ের হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

বকুলতলা।

শ্রীরাধা সখীমঞ্জরীপরিবৃতা সমাসীন।—

(গাহিতে গাহিতে অনঙ্গমঞ্জরীকে লইয়া দাসীগণের প্রবেশ।)

বঁধু তোমার কোর্‌বো রাজা তরুতলে।
গাঁথ্‌বো বনফুলের মালা, দুল্‌বে গলে বনমালা,

অভিষেক কোর্‌বো তোমায় আঁখিজলে ॥
আধ আঁচর পাতি,' বসাইব প্রাণপতি,
ছত্র পাতুকা হবো, চামর দিব শ্রমজলে ॥
আমি হ'বো তোমারি, তুমি কি হবে না আমারি,
তনুমনোপ্রাণ ঢেলে দিব পায় আরতিকালে ॥—
রাখিব নয়নে নয়নে, বাহু উপাধান শয়নে,
ঘনসুধাপানে, মত্ত পরাণে, আধ আধ ঘুমঘোরে ॥

ললিতা। (আগু বাড়িয়া অনঙ্গের হাত ধরিয়া)
এস এস আজিকার বসন্তের রাণি,
এস এস অনঙ্গমোহিনি,
কহ লো বহিনি, কেমনে বা দণ্ডদানে তুষিলে নাগর,
চৌরকুল শিরোমণি লম্পটপ্রবর।

শ্রীরাধা। নতমুখী কেন লো বহিনি ?
রাজার নন্দিনী তুই রাধার ভগিনী,
সে মানে মানিনী ধনী অতি গরবিনী,—
উচ্চশিরে 'ফীতবক্ষে ডগমগি' চলি'
চিরদিন কর শুভে আনন্দবর্দ্ধন ;
আজি কেন আনত আনন,
বাক্য নাহি হয় নিঃসরণ,
মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য ফণিনীর প্রায়
নম্রশিরে ভাঙ্গি ভাঙ্গি পড়ো লো কল্যাণি ?
আয় বোন্ কাছে আয়, আয় কোরে আয়,
এক গুরুপদে মোরা, এক দীক্ষা পেয়ে'

একই মধুরাবেশে হই একপ্রাণ।
বুঝিছ বহিনি আজি কত সুখ দিলে প্রাণে প্রাণের
ভগিনি।

(আলিঙ্গন ও অনঙ্গের কোরে বসিয়া দুই হাতে গলা
জড়াইয়া হৃদয়ে মুখ লুকাওন।)

ললিতা। মরেছ? তবে আর বার্ত্তা কেবা কবে?
নাগর না এলে সখি না শুনি বিশেষ।

শ্রীরাধা। অঙ্গবাসে সুবাসিত ধনি,
রাধানাসা মনোসাধ পুরালে সুভগে।
বলো বলো আদরিণি, লক্ষ্মী দিদিমণি,
বলো কতক্ষণে আসিবে সে দিতে দরশন।

অনঙ্গ। (বুকে মুখ রাখিয়া) সুবলাদি সনে এবে দেখা মাত্র করি'
এখনি আইল শ্যাম তোর গুণমণি।
(পুনরায় মুখ লুকাওন।)

রসমঞ্জরী। (হঠাৎ মুখখানি তুলিয়া দেখিয়া)
দেখ দেখ লো ললিতে,
সহজেই রাগরক্ত অনঙ্গের সুরঙ্গ অধর,
সহসা কি হেতু আজি রক্তহীন নিরখি পাণ্ডুর?

ললিতা। (হাসিয়া) মিথ্যা নহে বাণী,
কি ঘটিল অকুশল কহো লো বহিনি।
রোগে হয় অঙ্গ রক্তহীন,
সহসা বিষম ব্যাধি কি হইল তোর?

বিশাখা। জলৌকসে রক্ত চুষি' খায়।

বনে বনে ভ্রমিলি যখন
জলৌকা কি অধরৌষ্ঠে বসিল তুহার ?
আহা মরে যাই, কেন না বারিলি' বোন্,
নিঃশেষে শুষিল দুষ্ট তুহারি সুসার ।

শ্রীরাধা। বরজে বাড়িল বড় আততায়ী জ্বালা।
একে দণ্ড দিতে আজি নিয়োজি বহিনী,
আনে আসি দ্বিপ্রহরে করে অত্যাচার ।

ললিতা। চোরে বা লইতে দণ্ড ভ্রমে দণ্ড করে অবলায় !
নহে অসম্ভব, সেই চোরে সকলি সম্ভব ।
কহো লো বহিনি তবে তার করি প্রতীকার ।

রসমঞ্জরী। (সহসা কঞ্চুলিকাবরণ সরাইয়া)
দেখ সখীরাণি, এও কি চোরের কাজ ?
চোরের এতেক স্পর্দ্ধা তাহা নাহি জানি,
দারুণ আঘাত আজি পাইল বহিনী ।

ললিতা। সুন্দর মন্দিরখানি, নিজহাতে সৃজিয়ে বিধাতা,
নিজে মুগ্ধ চারু শোভা হেরি',
জোড়াশিব তদুপরি করিলা স্থাপন ।
বড় সাধে যোগ্য উপাদানে নিজে পূজা করে,—
তাহে তুষ্ট আশুতোষ আজি হইলা জাগ্রত,
চন্দ্রচূড় মূর্ত্তি ধরি' হইলা প্রকাশ ।

বিশাখা। কিন্তু হের অপরূপ,
এক চন্দ্র নহে হের শত শত চাঁদ-চিহ্ন এবে
এককালে শিশুশম্ভুভালে ।

শ্রীরাধা। ধনি ধনি চন্দ্রচূড়লীলা।
অনঙ্গে করি অনঙ্গ, অনঙ্গের অঙ্গে আজি অনঙ্গ উদয়।
ঐ আসে অনঙ্গমোহন।

(অনঙ্গের—কোল হইতে নামিয়া ছুটিয়া গিয়া রসমঞ্জরীর পৃষ্ঠদেশে নীরবে মৃদু শ্রীকরপ্রসাদ দান করিয়া তাহার হাত ধরিয়া সখীমঞ্জরীবৃন্দের মধ্যে লুকাইয়া অবস্থান।)

(শ্যামচাঁদের প্রবেশ।)

ললিতা। কালাচাঁদ! কি মনে করে?
এবে ভেল বেলা দ্বিপ্রহর,
রাকাশশী কেমনে হে আসি'
তরণী কিরণ মাঝে হইলে উদয়?

শ্যাম। চাঁদ কি লো অস্তমিত দিবস বেলায়?

বিশাখা। নহে অস্তমিত ;—
তভু চন্দ্র হয় অদর্শন ভানুর কিরণমালা জ্বালার প্রভাবে।

ললিতা। সে ভানুনন্দিনী হের বিরাজে গগনে
তেঁই সে বিস্মিত মোরা হেরি' কালোশশীর উদয়।

বিশাখা। নহে শশী, হের সখি এ নব কদম্ব,
ঘনশ্যামদ্যুতিমাখা হের অঙ্গশোভা।

ললিতা। কিন্তু সখি দেখা যায় ভানুর অঙ্গজা ;
এ যদি লো নবীন নীরদ, তবে মেঘে রৌদ্রে মিশি,'
রমণীয় ইন্দ্রধনু কেন না নিরখি?

শ্যাম। কার সাধ্য ঈশ্বরীর আজ্ঞা করে হেলা?
দেবী আজ্ঞা করিতে পালন,

অভিনব ইন্দ্রধনু হইল প্রকাশ।

(শ্রীরাধাকে বামে লইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন।)

সকলে। (করতালি দিয়া)

রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ রাধে।

শ্রীরাধা। ললিতে, করো লো পূর্ণ মিলনবাসর।

ললিতা। শুনিলে ত রাণীর নিদেশ!

কহো কহো রসিক সুজন,
মনোমত দণ্ডদান করিলো ত বালা?
যোগ্যতম অধিকারে তুষি' যেই হরি
বামেতর অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্যামসোহাগিনী?

(অনঙ্গের অন্বেষণ করিয়া হাতে ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়া

এস এস এস লো বহিনি,
বোসো শ্যাম দক্ষভাগে লো চারুহাসিনি,
সুখে সাজাইয়া দিয়া রত্নসিংহাসন,
হিন্দোলে দোলাই আজি—ত্রিতয়মিলন।

রাধা কৃষ্ণ অনঙ্গ, রাম রাধা গোবিন্দ,—
পিরীতি মূরতি হের পরাণ পুতলি রে।
(কিবা) নন্দনন্দন বেড়ি' ভানুর দুলালী রে।
(কিবা) মাধব ঘেরি' ঘেরি' মাধবী রসালী রে॥
সজল জলদ অঙ্গ, ভাবিনী-ভাব ত্রিভঙ্গ,
বর্হমৌলী বনমালী অধরে মুরলী রে॥
বামে 'থির সৌদামিনী, রমণীমুকুটমণি,

ভাবপ্রেমরসবিলাসে নাগরভুলানী রে ॥
দক্ষে নব রসবালা, অনঙ্গ মণ্ডপ আলা,
ঢল ঢল রূপতরঙ্গ রঙ্গের রঙ্গিনী রে ॥
আজু অপরূপ শোভা, হেরইতে মনোলোভা,
মাতলী পাগলী মন গাহত মিলনী রে ॥

(গাহিতে ২ মণ্ডলী করিয়া করতালি দিয়া বেড়িয়া ২ নৃত্য।

যবনিকা—পতন।
